বসুমিত্রের
ভয়াল ভয়ঙ্কর
ভৈরবমন্ত্র
শবসাধনা ও শবজাগরণের মন্ত্র
30-3-51
বসুমিত্র
কাপুরুষের জন্য নয়
গোল্ডেন লিঃ রিলিজ

কর্মীবৃন্দ

সঙ্গীত	শিল্প-নির্দেশ	নৃত্য
দেবেশ বাগচী	চারু রায়	অতিনলাল

সহকারী-পরিচালক	ব্যবস্থাপক
শান্তি ভট্টাচার্য্য	হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণ	সম্পাদনা	আলোক-নিয়ন্ত্রণ
দিব্যেন্দু ঘোষ	অর্দ্ধেন্দু চট্টোঃ	বিমল দাস

শব্দগ্রহণ	রসায়নাগার	রূপসজ্জা
পরিতোষ বসু	জগদ্বন্ধু বসু	সুধীর

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : বারীন দাশ। সঙ্গীতে : শৈলেশ রায়। ব্যবস্থাপনায় : ক্ষিতীশ নাগ।

চিত্রগ্রহণে : বীরেন কুশারী, চুণি চ্যাটার্জি, কালী ব্যানার্জি।

শব্দগ্রহণে : দুর্গাদাস মিত্র, জগদীশ চক্রবর্তী।

সম্পাদনায় : অমরেশ তালুকদার। রসায়নাগারে : প্রফুল্ল মুখার্জি, দুর্গাদাস বসু, নবকুমার গাঙ্গুলী।

আলোক-নিয়ন্ত্রণে : রবিন দাস, হরি সিং, রবীন্দ্রনাথ দাস। রূপসজ্জায় : সন্তোষ নাথ, সুরেশ রায়।

স্থিরচিত্র : সমর বসু

কাহিনী

তন্ত্রসাধনা অতি ভয়ঙ্কর সাধনা। নির্বিকারচিত্তে নির্ভুল প্রক্রিয়ায় এই সাধনায় সিদ্ধি যেমন শীঘ্র এবং নিশ্চিত, তেমনি বিকারগ্রস্ত চিত্তে ভ্রষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সাধনাপথের জন্য ঐ একটি ভুল বা একবার বিক্ষেপই যথেষ্ট। তারপর সাধকের আর রক্ষা থাকে না। কেউ উন্মাদ হয়ে যায়, কারো মৃত্যু ঘটে কারো বা তাতেও প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয় না—আত্মা অনন্তকালের জন্য অধোগামী হয়।

সামান্যতম ত্রুটির এই ভয়ানক পরিণতি জানা সত্ত্বেও ঐ শীঘ্র এবং নিশ্চিত সিদ্ধির মোহেই অধিকাংশ সাধক তন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সাধনার সঙ্গে সঙ্গে অল্পবিস্তর ক্ষমতা প্রথম প্রথম তাদের আয়ত্ত হতে থাকে। প্রকৃত নির্বিকার জিতেন্দ্রিয় সাধক এই সব ক্ষুদ্র সিদ্ধাই বা ক্ষমতাকে তুচ্ছ করে সাধনার উচ্চস্তরে উঠে যান—তাঁদের আর পতন হয় না। কিন্তু অধিকাংশই এই ক্ষমতাগুলিকে তাদের সাধনার সিদ্ধি বলে ধরে নেয় এবং পথভ্রষ্ট হয়ে অধোগামী হয়। একশো বছর আগে বাংলার এক গ্রামে এমনই এক ভ্রষ্ট উন্মাদ তান্ত্রিকের কাহিনী হল **"ভৈরবমন্ত্র"**।

গ্রামের ভাঙ্গা কালীমন্দিরে কোথা থেকে এক উন্মাদ তান্ত্রিক এসে আশ্রয় নেবার কদিনের মধ্যেই মন্দিরের পুরোহিত হঠাৎ রহস্যজনকভাবে মারা গেল। শোনা গেল পুরোহিতের সঙ্গে কি এক বচসায় সেই তান্ত্রিক নাকি তার জীবনান্ত করবে বলে শাসিয়েছিল। ঘটনায়

গ্রামের সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু গ্রামের জমিদার বিশেষ আমল দিলেন না। লোকজনকে শাপশাপান্ত করে ভয় দেখানোর জন্য তিনি শুধু তান্ত্রিককে কাছারীতে ডেকে ধমকে দিতে গেলেন। তান্ত্রিক যখন কাছারীতে তখন জমিদারের একমাত্র কন্যা সীতা আর তার সঙ্গী শঙ্কর পাশের বাগানে উপস্থিত ছিল। শঙ্কর জমিদারেরই এক মৃত বন্ধুর অনাথ সন্তান। জমিদার পুত্রহীন, শঙ্করকেই তিনি ছেলের মত মানুষ করেছেন, সীতার সঙ্গে তার বিয়েও স্থির হয়ে আছে—শুধু সহর থেকে শঙ্কর এবার পাশ দিয়ে এলেই হয়। কাছারীতে গোলমাল শুনে সীতা ও শঙ্কর সেখানে উপস্থিত হতেই এক কাণ্ড ঘটে গেল। সীতাকে তান্ত্রিক হঠাৎ তার যুগযুগান্তের নায়িকা জন্মজন্মান্তরের সাধনসঙ্গিনী বলে সম্বোধন করল এবং তান্ত্রিকের চোখের দিকে তাকিয়ে সীতাও কেমন আবিষ্ট হয়ে পড়ল। শঙ্করের কাছে গলাধাক্কা খেয়ে কাছারী থেকে বেরোবার আগে তান্ত্রিক জানিয়ে গেল যে তার নায়িকাকে তার কাছ থেকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না—অচিরে তাদের মিলন হবে।

সেদিন রাত্রেই জমিদার বাড়ীতে মস্ত অঘটন ঘটল। মাঝরাতে ঘুমের ঘোরে তান্ত্রিকের আবাহন শুনতে পেল সীতা। আচ্ছন্ন অবস্থায় ধীরে ধীরে সে উঠে বসল বিছানায়, তারপর বিছানা ছেড়ে গেল দরজার দিকে। দরজা খুলে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। তারপর যখন ফটক খুলে বেরিয়ে যাবে তখন সে ধরা পড়ল। জোর করে ধরে আটকাতে আচ্ছন্ন অবস্থাতেই বলতে লাগল, 'আমায় ছেড়ে দাও আমার আমার নায়ক ডাকছে'—তারপর ছাড়া না পেয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল।

জমিদার এ পর্যন্ত তান্ত্রিককে উন্মাদ ভেবেছিলেন কিন্তু এই ঘটনায় তিনি বিচলিত হলেন। তান্ত্রিককে তৎক্ষণাৎ ধরে এনে প্রচণ্ড প্রহার করলেন এবং অজ্ঞান অবস্থায় গ্রাম থেকে বার করে দিলেন।

জ্ঞান ফিরে আসার পরও উন্মাদ তান্ত্রিকের সেই এক চিন্তা—সীতা—সীতাকে নায়িকা তার চাই—তার জন্য দরকার হলে ভৈরবকে পর্যন্ত সে জাগ্রত করবে—বুঝিয়ে দেবে জমিদারকে তার কত শক্তি। ভৈরব—বীর ভৈরব—তাকে ব্যর্থ করে এমন ক্ষমতা নাকি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কারো নেই।

সেই রাত্রে শ্মশান থেকে কুড়িয়ে আনা এক অর্ধদগ্ধ শবে তান্ত্রিক প্রাণপ্রতিষ্ঠা সুরু করল—পাঠ করতে লাগল তার ভৈরব জাগরণের মন্ত্র—ভয়াবহ তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পর সৃষ্টি হল ভৈরব। সীতাকে অর্জন করতে এইবার ভৈরব তার সহায়—

ক্ষুদ্র জমিদার, অসহায় শঙ্কর এইবার কি করে তাকে ব্যর্থ করবে? আটকে রাখবে সীতাকে? ঠেকাবে অমিতশক্তি ভৈরবকে? ভৈরবকে ঠেকাবার শক্তি সত্যিই জমিদারের কোথায়? শঙ্কর ত' আরো অসহায়! কিন্তু তাই বলে এক উন্মাদ তান্ত্রিকের ইন্দ্রিয় তাড়নায় বলি হতে হবে একটি নিষ্পাপ নির্দোষ মেয়েকে? তান্ত্রিকের সম্মোহনে সে আরো অসহায়। অন্যের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ভগবান শঙ্কর। তিনি কি এই অনাচারের কোন প্রতিকার রাখেন নি?

— গান —

(১)

প্রহর গনি নতুন গানের জাল বোনায়
বকুলতলায় এই নিরালায়
রৌদ্রছায়ার আলপনায়
পলাশ রঙে হৃদয় রঙিন
রঙনে আর কল্পনায়।
গান ভেসে যায় ঘর পালানর কোন আভাষে
শুভ্র বকের সারির মত দূর আকাশে
আমরা গড়ি তাসের ঘর
এক মনে আর কল্পনায়।
প্রহর গনি নতুন গানের জাল বোনায়
যাবার বেলায় নীরব ভাষার বন্দনায়
শেষ হয়ে যায় স্বপ্ন বাসর
সাজাই মনের অঙ্গন মোর
বিদায় বেলায় করুণ সুরের আলপনায়।
বিজন পথের নিবিড়নিশার অন্ধকার
পালায় সেথায় আমার ব্যাকুল ব্যথার ভার
আমার মনের পাষাণ কারায়
মৌন কথার কোন ইসারায়
ভাবনা জাগে কোন অজানা আশঙ্কায়।
নূপুর বাজে নাচের তালের তাল গোনায়
মায়ার বাসর ইন্দ্রজালের কল্পনায়
দূর আকাশের মেঘের সাড়ায়
হৃদয় আমার ছুটে বেড়ায়
উতল ময়ূর নৃত্য চপল কোন মায়ায়
আজ চঞ্চল নব সঞ্চার সুরের বাণ
কোন মায়াবীর গগন দীর্ণ এ আহ্বান
তবু যে কাহার মৃদু ইসারায়
এ মন আমার পালিয়ে যে যায়
প্রহর গনি নতুন গানের জাল বোনায়।

—বারীন্দ্রনাথ দাশ

(২)

কইব কি যদি আমি জানতেম,
এমন নিরালা রাতে হৃদয়ের ফুলবন,
উজাড় করে যে আমি আনতেম।
অকারণে চঞ্চল তুমি হায়,
দূরে দূরে বৃথা পদচারণায়,
সময় যে বয়ে যায় ;
তার চেয়ে কাছে এলে
এমনিতে হার মানতেম।

তাল আর সুপুরীর আড়ালে
চাঁদ এসে চুপচাপ দাঁড়ালে,
মনে হয়, তুমি যদি ভয়ে ভয়ে এসে বল,
পথ নয়, মন তুমি হারালে।
তবে আমি কারো ভুল ঠিকানায়
আনমনে ধরা দিয়ে হায়, নিরুপায়
অধরের কুণ্ঠিত সন্ধান ছল ছল
নয়নের প্রতিবাদ হানতেম।

—বারীন্দ্রনাথ দাশ

(৩)

হোলী আয়, হোলী আয়, হোলী আয়, হোলী আয়,
আজ কোন কথা শুনবো না রং দেব গায়
ভাঙ্‌ব তোমার জারীজুরী
আমরা আছি দলে ভারী
দেখব তুমি চতুর কত
আজকে শ্যামরায়
লালসাগরে স্নান করাব
নয়গো কালীয়ায়, কাণ্ডয়ায়
এই কালো মুখে দিলে লাল
লোকে দেবে করতাল
পথ চলা হবে মোর দায়
ঢং করে আজ রং দিলি গায়
কোন কথা শুনলি না
তাকে তাকে থাকব আমি
বাগে পেলে ছাড়ব না
লালে লাল নন্দদুলাল
হায়গো চিকন কালা
ওগো রাজা কেমন মজা
পালাও দ্বারকায়।

—দেবেশ বাগচী

গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড, ১৭৯।১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা–১৩ হইতে প্রচার-সচিব - শ্রীসুশীল মাধব বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা–৬, হইতে মুদ্রিত।

শিশির মিত্রের প্রযোজনায়

ভৈরব মন্ত্র

শ্রেষ্ঠাংশে :

শিশির মিত্র
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
অভি ভট্টাচার্য
নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
নরেশ বসু
প্রীতিধারা
রাণীবালা

ও

ভৈরব

রচনা • গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু
পরিচালনা • • মণি ঘোষ

পরিবেশক • গোল্ডেন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিঃ